

পরীক্ষার ফলাফল কমপিউটারায়নে সমান্তরাল নিরীক্ষা পদ্ধতি অত্যাবশ্যক

পূর্ব পরিষ্কার ও টেনিশিয়নের মাধ্যমে জানতে পারি যে আমাদের দেশে স্কুল ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল কমপিউটারায়নে করা হচ্ছে এবং এটা বুঝতে পারি যে শীঘ্রই অর্থাৎ এই বছরে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষারই এই কমপিউটারায়ন চালু করা হবে। বহু বিমানে হয়েও পরীক্ষার ফলাফল নির্ধারণে কমপিউটারকে ব্যবহারের এই উদ্যোগ নিরপেক্ষে অভিনবমনোযোগ। পূর্ণাঙ্গাণি "শীঘ্রই" অর্থাৎ '৯৪ সালে অনুষ্ঠিতব্য পরীক্ষার কমপিউটার নির্দেশ ফলাফল নির্ধারণে যাওয়ার সিদ্ধান্ত আমাদের আতঙ্কিত করেছে। আমার দীর্ঘদিনের কমপিউটার প্রযুক্তি তথা সনসারি সফটওয়্যার উন্নয়ন ও ব্যবস্থায়নের সাথে জড়িত থাকার অভিজ্ঞতা থেকে আমার এই আতঙ্কে সুরি। আমার এই আতঙ্কে যদি অনুভব হয় তবে তা সবারই জন্যই মঙ্গলকর, বিশেষতঃ পরীক্ষার্থী ছেলেমেয়েদের জন্য। আমি কামান্না করি আমার এই আতঙ্কে যেন অযুক্ত হয়।

একতরফ তরফেই আমার আতঙ্কের প্রথম কারণটি ব্যাখ্যা করছি। এখানেই প্রথমে ব্যাখ্যা করব যে পরীক্ষার ফল নির্ধারণের কাজ একটি "উপায় প্রক্রিয়াকরণ" (Data Processing) জাতীয় কাজ। এটা মোটেই টিপি-ক্লক লেভার ব্যবহৃত Word Processing জাতীয় বা টেলিবি জাতীয় জন্য ব্যবহৃত Spread Sheet Analysis জাতীয় কাজ নয়। উপায় প্রক্রিয়াকরণ কার্যের প্রায় অপরিহার্য একটি অংশ হচ্ছে "Paralel Run" বা কমপিউটারে জগতে Paralel Run ভাবে পরিচিত। যে কোন কাজকে পূর্ণাঙ্গ পরীক্ষার নির্দেশ করায়ে উক্ত কাজের প্রস্তুতি ও স্বকর্তিত পরীক্ষিত মানুষের পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গাণি কমপিউটার পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়ারকৈ "সমান্তরাল নিরীক্ষা" বলা যায়। এর প্রধান উদ্দেশ্য কমপিউটার পদ্ধতির বিতরণ ও ব্যবহারে যোগ্যতা পরীক্ষা করা। সাধারণত এই সমান্তরাল নিরীক্ষা পদ্ধতি একটি সুকৃতমত সময় কাণে পরিচালনা হয়। যখন একটি উপায়ের মানুষের পেরোকে কমপিউটারায়নে করতে কমপক্ষে দুই মাস মানুষের পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গাণি কমপিউটার পদ্ধতিতে চালানো হয়। এই দুই মাস কিছু মানুষের সেরোকেই সঠিক লেজার বিশায়ে গণ্য করা হয়। অথবা ব্যাটিক পদ্ধতিতে তার পরে কিছু ব্যাটিক (যাচাণিক) কর্তৃকই থেকে যায় যা জন ভিসেরে ও জুন মাস সমান্তরাল পরীক্ষা করতে হয় এবং পদ্ধতি বিশেষতঃ এই সমান্তরাল প্রক্রিয়া বা পূর্ণাঙ্গাণিতে ব্যাটিক হস্তশীল হয়। (উদাহরণ যে, পরিবেশ্যানে বা MIS জাতীয় কাজ যদিও উপায় প্রক্রিয়াকরণের আভার পড়তেও এতে সমান্তরাল নিরীক্ষার বিশেষ সুত্রণ গা প্রয়োজনীয়তা নেই)। যাই হোক যে কোন চালু কাজকে কমপিউটারায়নে করতে সমান্তরাল নিরীক্ষা পদ্ধতিতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং যে সব ক্ষেত্রে স্কুল প্রক্রিয়া স্থাপন সমস্যার সূটি করতে পারে সে সব ক্ষেত্রে অপরিহার্য।

পরীক্ষার ফলাফল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এর চেয়ে বেশি ব্যাপক এবং স্পর্শকাতর বিষয় পাওয়া কঠিন। এখানে চার বোর্ডের কঠিন এগার লাখ সৈন্যে বেয়ের জীবনের দায়িত্ব জড়িত। এখানে সঠিকতা ১০০% না হলেও

৯৯% নিশ্চিত করতে হবে। গোপনীয়তার ব্যাপরণীও উল্লেখ। তাছাড়া সীমিত সময়ের ভিতর বিশাল ডাটাকে প্রক্রিয়াজাত করতে হবে। সুতরাং এই কাজটি অথবা অপর্যই সমান্তরাল নিরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে অন্তত দুইটি পরীক্ষার ফলাফলের উপর প্রয়োগ করে তারপর বাতবে প্রয়োগ করা উচিত। অর্থাৎ এই দুইটি পরীক্ষার প্রচলিত মানুষের পদ্ধতিতেই ফলাফল নির্ধারণ করতে হবে এবং সেই ভাবেই প্রায় ফলাফলকেই গ্রহণ করতে হবে। কমপিউটারের ফলাফল নিতায়েই সমান্তরাল, এটা স্বাভাবিক নয়, ১০০% তক্ক হলেও নয়।

এতকথন আমার আতঙ্কের প্রথম কারণটি নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়ে গেছে। এই বছরেই যদি কর্তৃপক্ষ কমপিউটার পদ্ধতির উপর নির্ভর করে ফলাফল নির্ধারণ করতে চান, আমি ভয় করছি তারা একটি মহাবিপদের সূটি হোক। তবে যদি ইতিপূর্বেই উক্ত কমপিউটার পদ্ধতিটি দুই বা তিন বছরের দলের উপর পরীক্ষা করে থাকেন (আমি গ্রাহ্য নিশ্চিত যে তা জীয়া করেননি), তবে ভাল কথা, অন্যথায় প্রথমে কমপিউটার পদ্ধতিতে সমান্তরালভাবে চালিয়ে মানুষের পদ্ধতিতে ফলাফল নির্ধারণ করাই উচিত হবে। গত ১৬ ফেব্রুয়ারী '৯৪ রাতে প্রথাৎ নামক একটি টিভি অনুষ্ঠানে এই পদ্ধতি পদ্ধতির উপর আলোচনা হয়। এতে সন্দর্ভীয় পরীক্ষার্থী, শিক্ষানবিশ ও চার বোর্ডের প্রোগ্রামারদের উক্ত পরীক্ষা পদ্ধতির বিভিন্ন সিক দিয়ে আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনা হতে একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়ামান হলে, যখন উক্ত পর্যায়ে কোথাও অসঙ্গতি কোন পরিচিতি (identification) অর্থাৎ রোল নামের ব্যবহার না। রোল নং ব্যবহার সংকুল OMR Sheet এর প্রথম অংশে, যা পরীক্ষার পর পরই বিলুপ্ত করে মুয়েট কমপিউটারে ভেবে পরাণো হবে। অপরিশ্রমে এদের নাম থাকবে না তবে অনুমান করতে পারি প্রথম অংশের সব পেগনুল স্থাপন করার জন্য কিছু অ্যানা কোড থাকবে। পদ্ধতিটি দুর্নীতির হাত থেকে ফলাফলকে অনেকখানি বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। তবে তা কতখানি, তা সময়ের পরীক্ষায় সূচ্যায়িত হবে। কিন্তু আমার কাছে যা প্রতিপাত্য বিষয় তা হচ্ছে সেই অ্যানা কোডে যদি কেউ, ধরণ পরীক্ষক বা পরীক্ষার্থী কোনিই তুল করে কলমের মাণ বসিয়ে দেন বা অন্য যে কোন কারণে তা নষ্ট হয়ে যায় তবে উক্ত উপর পর্যায়ে চিহ্নিত করার কোন ব্যাতিয়ারই থাকবে না। চিহ্নিত আলোচনা ও উক্তন মানবীয় প্রয়োজন্যমান উল্লেখ করেছেন যে স্কুল উপর পড়ের উপরের পাঠ্য, যাতে রোল নং ইত্যাদি লেখা না। তা বিলুপ্ত করতেই হবে। না করলে উপর পর্যাতি ব্যক্তি হলে যায়। সতি সতি যদি দুই রোল নামের উক্ত উপর পর্যায়ে কোথাও না থাকে তবে এই প্রবেশ উল্লেখিত সমান্তরাল পদ্ধতি ব্যবহার করাই সম্ভব হবে না।

তাই প্রথম শাপে রোল নামের এবং প্রায় কার্কসকে স্কুল উপর পড় রাবার ব্যবস্থা অপর্যই করা দরকার। এটা কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করে দেখতে পারেন। এটা উল্লেখ্যমান কথা হচ্ছে যে, একজন পরীক্ষার্থীকে রোল নং ও বিষয় কোডে একবার করে নিশ্চিত এবং একবার করে সিলিট হুয়ে গোল মাণ নিতে হবে। তাছাড়াও কোর্ড ও পরীক্ষার নামও চিহ্নিত

করতে হবে। কিন্তু উল্লেখ্য আলোচনার কোথাও উল্লেখ করা হয়নি যে মাণ দেয়ার সময় তুলু করলে তার উপর সন্দেহান কি ভাবে হবে। উদাহরণ যে, কমপিউটার গোল গোল নাগতোই (Optical Marks) পড়বে, সেখা দিয়ে কি লেখা হয়েছে তা পড়বে না। ওটা ব্যবহৃত হলে বিশেষজ্ঞদের তুলু সন্দেহাবনের জন্য।

ডাটার প্রবেশ্যে করে বিলুপ্ত পরিমাণ খাটের অনেক ধরণের তুলু তথ্য আসে, সে তুলু স্কুল উপর থেকে পাতে অথবা মূল উপর থেকে কমপিউটার মাধ্যমে এপ্রি তুলু করা সম্ভব হতে পারে। ও, এ, এ, আর, মাণয় ব্যবহারের ফলে দ্বিতীয় তুলুর সম্ভাবণাটি প্রায় নেই। কিন্তু প্রথম সম্ভাবণাটি বিদ্যমান। এখানে দুই তক্ক হলে আসবে ১১ পাঞ্চ ছাড়া ছাত্রের কাছ থেকে, মূল তক্ক ছাত্রের পরীক্ষক বা শিক্ষকদের কাছ থেকে, যারা কমপিউটার পদ্ধতিতে সাথে পরিচিত হতে বাধ্য ন। ডাটা আসবে টেকনিক থেকে তেডুলিয়া, বিলুপ্ত গ্রামফোনার গুণ্ডত গুণ্ডত থেকে, ডাটা আসবে সৌকোয়, রোল ড্রাক, বাসে, রিগ্রাফ। সব কয়টি বোর্ডের, সব বিধেরে সব কটি কাণল মুয়েটে আসবে। এই সম্ভাব বিঘায়াত যার কমপিউটারে কাণল করেন তাদের কাছে তুলু ধরছি চিত্রা করার জন্য। যারা কমপিউটার পড়ান বা যারা বড় বড় কমপিউটার পরিচালনা প্রনয়ণ করেন তাদের কথা আলাপা, কিছু যারা কাজ করেন, বড় বড় পদ্ধতি যারা ব্যবহার্যন করেন বা কখনোনে তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা এত বিশাল এত স্পর্শকাতর একটি পদ্ধতি কি এক লাগে কমপিউটারে নির্ভর করা উচিত, না কি পুঁথীধার কোথাও বেটে করতে?

লেখক পরিচিতি: - কলম লেখক জয়ী, ১৯৪৯ হলে চমাইনিরিকরণ থেকে পূর্ণাঙ্গাণি এবং বি. (সেবু) ও ১৯৫০ সালে এ. এ. সি পূর্ণাঙ্গাণি। ১৯৫৭ হলে অস্ট্রিয়ার (জার্মানি) গুবি হাতে। সন্দর্ভীয় বিশেষ প্রয়োণে মিলে মেডেল হলে। ১৯৭৯-৮১ হলে টি বিসয়ে বিজ্ঞানী হলে গাণ্ডি পদক হলে। ১৯৮১ হলে অস্ট্রিয়ার স. কে. থেকে ইনসিটুটি হা মেডেলস্টী। বিসয়ে সন্দর্ভীয় বিশেষ পদক দিয়েছেন মিলে হা হলে। ১৯৮৪ হলে কলমের সতি মডেল পর এই, এ. এ. সি ও বিসয়েসে বিভিন্ন প্রকল্পীয় কার্যে অস্ট্রিয়ার বিসয়ে বিশেষ মার হলে। প্রধান কমপিউটার কলমগীরে মিলে হা হলে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা '৯৩-এর ফলাফল
সৈনের পর প্রকাশ করা হবে।

কমপিউটার জগৎ-এর সম্ভাবিত লেখকদের প্রকাশিত লেবার প্রাপ্য সম্মানীর জন্য সৈনের পূর্বেই সমসারি অফিসে অথবা টেলিফোনে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

কমপিউটার জগৎ-এর নিরমিত লেখকদের ত্রিকাননা কোন পরিচিতি হলে মাণ শেষ হবার অন্ততঃ পনের দিন আগেই জানানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সালমা ফেরোসের বিধী
জনসংযোগ ও প্রচার ব্যবস্থাপক